খেয়া

স্থাপিত ঃ ১৯৯২

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন

রেজি নং S/73377 under WB Act XXVI of 1961

২৫, ফার্ন রোড, কলকাতা - ৭০০০ ০১৯, ফোন ঃ 65100696

e-mail : jbi.alumni.1914@gmail.com

Website : www.jagadbandhualumni.com

Facebook : www.facebook.com/jbialumni

সভাপতি ঃ প্রবীর কুমার সেন '৫৮

সাধারণ সম্পাদক ঃ রজত ঘোষ '৮৫

পত্রিকা সম্পাদক ঃ দীপাঞ্জন বসু '৬৪

RNI No. WBBEN/2010/32438 •Regd. No. : KOL RMS / 426 / 2011-2013

• Vol 3 • Issue 10 • October 2013 • Price Rs. 2.00

উৎসবের শুভেচ্ছা

আরও একটি শারদ উৎসব আমরা পেরিয়ে এলাম। চারিদিকে অশুভ শক্তির তাণ্ডব তো সেই অনাদিকাল থেকেই রয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে রয়েছে দেবী দুর্গার অভয় মন্ত্র 'মাভৈ'। এই উৎসবের মরশুমে আমাদের সকলের একটাই জপমন্ত্র হোক, তা হল জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে এক হয়ে আনন্দের সঙ্গে বাঁচা। আমাদের অঙ্গীকার হোক সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন উন্নয়নের পদক্ষেপ নেওয়া যাতে কোনো সমস্যাই আমাদের কখনও পথরুদ্ধ করতে না পারে। সকল প্রাক্তনীকে আমরা অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে শুভ বিজয়ার এবং দীপাবলির আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও প্রণাম জানাই।

অমানিশার জমাট অন্ধকার থেকে দীপান্বিতার উজ্জ্বল আলোয় সকলে উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক এই কামনা।

বিজয়া সম্মিলনী

১৬ নভেম্বর শনিবার সন্ধে ৭টায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সংগীত, আবৃত্তি, কথার ডালি নিয়ে আমরা প্রাক্তনীরা মিলিত হতে চাই। পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময়, বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় শেষ হবে মিষ্টিমুখ ও চা পান দিয়ে।

আপনার উষ্ণ অংশগ্রহণে এই অনুষ্ঠান সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠুক এই কামনা।

সোমেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

প্রাঞ্জল, সদাহাস্য, শ্বেতশ্মশ্রুময় মানুষ, সোমেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ১৯৬৫ সালের ছাত্র, সদ্য প্রয়াত হয়েছেন। অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে ছিল তাঁর নিবিড় সম্পর্ক। উচ্চমাধ্যমিক পাশ করা ছাত্রদের জন্য 'ছাত্র সহায়ক বৃত্তি' প্রণয়ণে সিংহভাগ অনুদান তারই দেওয়া। আমরা তাঁর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। তাঁর পরিবারের প্রতি নিবেদন করছি আমাদের গভীর সমবেদনা।

গাছ বাঁচাতে — একটি আবেদন

কাগজের উৎস গাছ, আর আমরা সেই গাছ বাঁচাতেই বদ্ধপরিকর। উপায় হিসাবে কাগজের ব্যবহার কমানো বা কাগজের পুনর্ব্যবহার খুব জরুরি হয়ে উঠেছে। এ ভাবনা অনেক দিন ধরে থাকলেও নানান কারণে তা হয়ে ওঠেনি। *Communication Committee : Electro Media* এবং *Print Media* একযোগে এই ভাবনাকে বাস্তব রূপ দিতে চলেছে। এবারে 'খেয়া' এই সংখ্যা থেকেই *Website*-এ এবং প্রত্যেককে *Postal Mail* -এর পরিবর্তে *e-mail* করে পাঠানো হবে। সুতরাং যাদের *e-mail ID* আমাদের কাছে নেই বা যারা *e-mail*-এ খেয়া পাবেন না তাঁদের অনুরোধ, অনুগ্রহ করে আমাদের শীঘ্রই আপনার *e-mail ID* পাঠান।

এই সংখ্যাটি উজ্জ্বল দে '৬৮ সৌজন্যে মুদ্রিত।

প্রিয় প্রাক্তনী,

আমাদের বিদ্যায়তন জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশনের শতবর্ষ চলছে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, আমরা স্কুল–কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে শতবর্ষ উপলক্ষে কয়েকটি স্থায়ী প্রকল্পের সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যেমন, হলঘরটি আধুনিকীকরণ, তথ্যচিত্র, স্মরণিকা, শতবর্ষ স্মারক স্তম্ভ, মাঠের সবুজায়ন প্রভৃতি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য প্রাথমিক পর্যায়ে এই প্রকল্পগুলির জন্য প্রয়োজন প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। গত বছর একটি আলোচনাসভায় এই প্রকল্পের জন্য কিছু প্রাক্তন ছাত্র চব্বিশ লক্ষ টাকার মতো সংগ্রহের অঙ্গীকার করেছিলেন। প্রকল্পগুলি সার্থক রূপায়ণে প্রাক্তনীদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় বাকি অর্থসাহায্যের আবেদন রাখছি। প্রসঙ্গত জানাই, আপনার অনুদান পঞ্চাশ হাজার টাকা বা তার বেশি হলে স্মারকস্তম্ভে তার উল্লেখ থাকবে। এই অনুদান আপনি আপনার প্রিয়জনের স্মরণেও দিতে পারেন। আপনার অনুদান অ্যালমনি অফিসে রবিবার সকাল ১১টার পর অথবা বুধবার সন্ধ্যা ৭–৩০টার পর এসে দিতে পারেন অথবা ব্যাঙ্ক মারফৎ মানি ট্রান্সফার করতেও পারেন।

JBI ALUMNI CENTENARY FUND,
United Bank of India, Branch: Ekdalia Road;
A/c No. - 0366010168397;
FSC Code-UTDI0EKD171;
MISR No.-700027048.

এ বিষয়ে কিছু জানতে হলে সরাসরি যোগাযোগ করুন ৯৮৩০৫৭৯২৩০ বা *E-mail ID*–তে। আপনাদের অনুদান ৩০দিনের মধ্যে আমাদের কাছে পৌঁছোলে প্রকল্পগুলির কাজ সুষ্ঠ ও সার্থক হয়ে ওঠে।

ধন্যবাদান্তে –

প্রবীর কুমার সেন

প্রবীর কুমার সেন, '৫৮

সভাপতি

মাতৃ-উপাসনার উৎসসন্ধানে

জ্যোতিভূষণ চাকী

(পূর্ব-প্রকাশের পর)

কিন্তু বিশ্বমাতৃকা শক্তি একটি abstract-এর ধারণা। তা নানা নামে এবং নানারূপে বিবৃত হয়েছে। ঋগ্বেদে বিশ্বমাতা হয়েছেন অদিতি — অদিতিকে সর্বময়ী হিসেবেই দেখা হয়েছে —

অদিতির্দ্যৌ রদিতিন্তরিক্ষ রদিতি র্মাতা স পিতা ন পুত্রঃ।
বিশ্ব দেবা অদিতি ঃ পঞ্চজনা
অদিতির্জাতমদিতি অনিত্বম। ঋগ্বেদ ১/৭৯/১০

অদিতি দ্যৌ বা আকাশ, অদিতি অন্তরিক্ষ, অদিতি মাতা, পিতা ও পুত্র, অদিতি সমস্ত দেবতা এবং পঞ্চজনা। বিশ্বে যত কিছু সৃষ্টি হয়েছে এবং পরে সৃষ্টি হবে অদিতি বিশ্বমাতারূপে তাদের সকলের কেন্দ্র ও উৎসস্বরূপ। অদিতি পৃথিবীরূপেও কল্পিতা হয়েছেন, যজুর্বেদে ও অথর্ববেদে। স্বতন্ত্র মাতৃকাদেবী হিসেবে ঊষাও কল্পিতা হয়েছেন ঋগ্বেদে। ইনি কন্যারূপে সূর্য বা অগ্নির সঙ্গে সম্পর্কিতা। অধ্যাপক দামোদর কৌশাম্বীর মতে এই ঊষাই সিন্ধুসভ্যতার উপাসিতা মাতৃকাদেবী। ঋগ্বেদের সূক্তে তিনি ইন্দ্র কর্তৃক ধর্ষিতা হিসেবে উল্লিখিত হয়েছেন। পরাজিত সিন্ধুনগরীর তরুণী-ধর্ষণের স্মৃতির রূপক হিসেবেই কৌশালী ঊষাধর্ষণকে ব্যাখ্যা করেছেন। পুরুষপ্রধান ঋগ্বেদের যুগেও অদিতি ঊষা মাতৃ-দেবী হিসেবে বিশেষ বরণীয়া হয়ে আছেন। ঋগ্বেদে সরস্বতীও বিশ্বমাতৃত্বে আসীনা, তিনি দেবীরূপাও বটে, নদীরূপাও বটে। হিন্দুধর্মে দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, লক্ষ্মী, সরস্বতী ইত্যাদি বহু দেবী কল্পিতা হয়েছেন। দক্ষকন্যা সতী, একান্ন মহাপীঠের একান্ন দেবী।

কিন্তু যার উৎস সিন্ধুসভ্যতা সেখানে কোনো মাতৃকা-দেবীকে আমরা নামে পাই না। চণ্ডীতে মহাশক্তিময়ী একাদশ মাতৃকা হলেন চামুণ্ডা, বারাহী বাহী, ঐন্দ্রী, বৈষ্ণবী, নারসিংহী, শিবদূতী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, লক্ষ্মী, ঈশ্বরী, ব্রাহ্মী। দেবীকবচে নবদুর্গার নাম শৈলপুত্রী, ব্রহ্মচারিণী, ঘন্টা, কুষ্মাণ্ডা, স্কন্ধমাতৃকা, আরাত্রী, মহাগৌরী ও সিদ্ধিদাত্রী। এ ছাড়াও মহাবিদ্যা তো আছেই। আসলে সামান্য বিশ্লেষণেই দেখা যায় এঁরা বিভিন্ন নাম ও রূপে চিহ্নিত হলেও মূলত অভিন্ন মাতৃশক্তিরই প্রতীক। এই প্রসঙ্গে চণ্ডীর একটি শ্লোক স্মরণীয়। -

নিত্যবসা জগন্মূর্তিন্তয়া সর্বমিদং তত্তম্,
ব্যাপী তৎসমুৎপত্তি বহুধা শ্রুয়তাং মম

অর্থাৎ সেই জগন্মূর্তি নিত্য ও এক হলেও দেবকার্য সিদ্ধির জন্য বহুরূপ ধারণ করেন। আমাদের গ্রামদেবীরাও তাই। যারা অরণ্য, পর্বতে ছড়িয়ে আছে সারা ভারতে---বুড়ুবুড়কি, ডোম্ব, বিলি, মাগগা, দার্জি, গঙ্গাডিকারা, গোল্লা, হাডি, হালিকার, ওককালিগা, হোলেইয়া, ইরিশা ইত্যাদি। আর আমাদের বাংলার মাটিতে টুসু, জয়দুর্গা, বড়াম, সঙ্গে পেপাই, মেলাই, রঙ্কিনী, মনসা, বনবিবি, সাতবিবি, রাজবল্লভি, বাসুলী, সর্বমঙ্গলা ইত্যাদি। আবার এক চণ্ডীরই কত সংস্করণ। ওলাইচণ্ডী, কলাইচণ্ডী, ঢেলাইচণ্ডী, খাড়াচণ্ডী, বয়নচণ্ডী, মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি। মঙ্গলচণ্ডীর উৎসে আছে ওঁরাও দেবী। মনসার অদিতি দ্রাবিড় মনচাম্বা রাধিকাবাহিনী চান্দী পরে পৌরাণিক চণ্ডীতে এসে মিলেছে। যা বলছিলাম, দেবী নামের কয়েক খণ্ড অভিধান যদিও হতে পারে, মূলত পার্থিব কামনার সঙ্গেই তারা যুক্ত। এই দেবীরা কখনও মাতা কখনও বা কন্যারূপিনী। আমাদের দুর্গাও তাই, তিনি দুর্গা হিসেবে মহিযাসুরমর্দিনী আবার উমা হিসেবে আমাদের ঘরের কন্যা। মা ছাড়া আমাদের সংসার অচল, জগৎসংসারও মা ছাড়া অচল - এ তো অত্যন্ত স্বাভাবিক কল্পনা। পূর্বোক্ত গ্রামের চাষির কথাটি এই যুক্তিতে বাস্তব সত্য।

আর একটা ব্যাপার ঘটেছে। আমরা মাতৃপূজার উৎসসন্ধানে গেলেই দেখব এদেশ-ওদেশ একসূত্রে বাঁধা পড়েছে। সিরিয়া এশিয়া-মাইনরের দেবমাতা ননা আর ব্যবিলনের নানা, নিনা ইন্-ননা। ইস্তর ও কানানের দেবী উঁদুশু কখনও কখনও ননা নিনার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে পড়েন। আমরাও ঋগ্বেদে ননারই উপাসক :

ননানং বা উনোধিয়োবিব্রতানিজনানাম।
তক্ষারিষ্টঃ রুতগবিযসুব্রহ্মাসুন্ বত্তমীচ্ছন্তি দ্রাযিন্ত্রো পরিস্রবঃ

ভ্রম সংশোধন

গত সেপ্টেম্বর ২০১৩ সংখ্যায় কয়েকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মুদ্রণ প্রমাদ ঘটেছে। এই ভুলগুলো অনিচ্ছাকৃত হলেও অনভিপ্রেত। এই ভুলের সংশোধনী তালিকা দেওয়া হল -

ভুল মুদ্রণ	সঠিক হবে
১. ২ নং পাতায় ২০তম বার্ষিক সাধারণ সভা, ২০১৩ সংক্রান্ত: "সভায় উপস্থিত ছিলেন মোট সাতশো জন সাধারণ সদস্য"	"সভায় উপস্থিত ছিলেন মোট সাতাশ জন সাধারণ সদস্য"
২. ৩ নং পাতায় পরিচালন সমিতি সংক্রান্ত:	
ক."সুধীররঞ্জন সেনগুপ্ত"	"সুধীরঞ্জন সেনগুপ্ত"
খ."দেবপ্রসাদ সিংহ"	"দেবপ্রসন্ন সিংহ"
৩. ৪ নং পাতায় জ্যোতিভূষণ চাকী মহাশয়ের লেখা সংক্রান্ত : "মাতৃ-উপাসনার উৎসন্ধানে"	"মাতৃ-উপাসনার উৎসসন্ধানে"

এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী।

সায়ন বা ননানং অর্থ 'নানা' করলেও যাস্ক নিরুক্তো স্পষ্টত বলেছেন 'ননা নামতেঃ' মাতা বা দুহিতা। এই 'ননা'র বাহনও সিংহ, ননা (বা ইস্তর) প্রহরণধারিণীও বটে। ড. ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ননা আর ইস্তরকে অভিন্ন বলেই মনে করেন।

কেনোপনিষদে বর্ণিত হিমালয় পর্বতকন্যা উমা হৈমবতী এবং পুষ্কলাবতীনগরীর দেবী অম্বাও ননা দেবীর সগোত্রা। মহাযানের বৌদ্ধ দেবীরাও এই উমা দুর্গা বা দেবী অম্বারই সগোত্র। মেক্সিকান বা কেল্টিক দেবী হোক আর মিশরের হাথর হোক বিশ্বমাতৃকার আসনে সবাই সম-উপবিষ্টা।

আমাদের শক্তিসাধনার উৎস তন্ত্র বা অনার্যদের মাতৃ-উপাসনারই রূপান্তর বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু এ হল অতিসরলীকরণ। বৈদিক প্রভাবকে গৌণভাবে দেখা ঠিক নয়। ঋগ্‌বেদের দেবীসূক্তটি এ বিষয়ে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরামাহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদৈবৈঃ
অহং মিত্রংবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা। (১০/১২৫)

আমি রুদ্রগণ ও বসুগণরূপে বিচরণ করি, আমি আদিত্যসমূহ রূপে এবং সকল দেবরূপে বিচরণ করি, আমি মিত্র ও বরুণ এই উভয়কে ধারণ করি, আমি ইন্দ্র ও অগ্নিকে ধারণ করি। আমি অশ্বিনীকুমার দ্বয়কে ধারণ করি। রুদ্র বসু, মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি প্রবল মহিমান্বিত দেবরা দেবীসূক্তে দেবীদ্বারা বিধৃত, তিনিই সর্বময়ী, সর্বশক্তির আধারভূতা। শক্তিসাধনার উৎস আলোচনায় এই সূক্তিটির বিচার বিশ্লেষণ অবশ্য কর্তব্য।

এই ঋগ্‌বেদের সূক্তিটি অবশ্য আসলে অম্ভৃণ ঋষি বাক্‌নাম্নী ব্রহ্মবাদিনী কন্যার উক্তি। পরবর্তীকালে তা দেবীসূক্ত নামে প্রসিদ্ধিলাভ করেছে। এ বিষয়ে ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন, 'স্বরূপ প্রতিষ্ঠার ফলে তাঁহার ব্রহ্মতাদাত্ম্য লাভ ঘটিয়াছিল, সেই ব্রহ্মতাদাত্ম্য উপলব্ধির মুহূর্তে তিনি অনুভব করিয়া ছিলেন ব্রহ্মস্বরূপ আমিই রুদ্র বসু আদিত্য এবং বিশ্বদেবগণরূপে বিচরণ করি।... আমি জগতের একমাত্র অধীশ্বরী।' (শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ - দর্শনে ও সাহিত্যে)

এতে এই সূক্তের গুরুত্ব অবশ্য বেড়েই যায় কারণ একজন কন্যা বিশ্বমাতৃকার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে উঠেছেন। কন্যা বা কুমারী পূজার অনুষ্ঠান এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। রজোদয় হয়নি এমন কন্যা দেবীরূপেই পূজিতা হতেন, মাতা আর কন্যার এই সমীভবন বারবার ঘটেছে। কুমারীপূজায় কন্যারা বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন নামে পূজিতা হন। এক বছরের কন্যা সন্ধ্যা, দু-বছরের সরস্বতী, তিন বছরে ত্রিধামূর্তি, চার বছরে কালিকা, পাঁচ বছরে সুভাগা, এইরকম ছ'এ উমা, সাতে মালিনী, আটে কুব্জিকা, ন'য়ে কালসন্দর্ভা, দশে অপরাজিতা, এগারোয় রুদ্রাণী, বারোয় ভৈরবী, তেরোয় মহালক্ষ্মী ইত্যাদি। কুমারী পূজা তান্ত্রিক সাধনার মতবাদের প্রতিফলন বলে সমস্ত শক্তিপীঠে এই পূজা হয়।

বৈষ্ণব সাধনায় যে রাধাতত্ত্ব তা তেমন স্বতন্ত্র নয়, তন্ত্রসাধনার সঙ্গেই তা সম্পর্কিত। 'রাধা' বিষ্ণুমায়ার প্রতিফলন, আর এই বিষ্ণুমায়া তন্ত্রভাবনা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বিষ্ণুরই হ্লাদিনী মূর্তি রাধা, তাই রাধা কৃষ্ণকে রাধিত করেন আর কৃষ্ণ রাধাকে কর্ষণ (আকর্ষণ) করেন। এই রাধাও শক্তিরূপিনী শুক-সারির দ্বন্দ্বে এ তত্ত্বটি উদ্‌ভাসিত -

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল
সারী বলে, আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল (নৈলে পারবে কেন?)

এই লীলারঙ্গ শৈবশক্তি বৈষ্ণবমন্ত্রকে একসূত্রে বেঁধেছে। জগতে যে মাধুর্যপ্রবাহ তার নিয়ামক সেই আদ্যাশক্তি যিনি মাতৃরূপে কল্পিত। মাতৃতান্ত্রিক সমাজে যে শুধু মাতৃপূজা হয়েছে তা নয় পিতৃতান্ত্রিক বা পুরুষশাসিত সমাজেও সেই mother-cult এবং father-cult সমানে চলছে। পুরোহিতেরা পুরুষদেবতাদের পূজাতেও যে মঙ্গলঘট স্থাপনের আয়োজন করেন, তাও মূলত নারী-গর্ভের প্রতীক, মঙ্গলঘটের উপরে যে ডাব রাখা হয় সমাজবিজ্ঞানীদের মতে তাও ওই গর্ভেরই প্রতীক। গর্ভিণীর সমাদর ও সম্মান আজও সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। 'সাধ' অনুষ্ঠান সেই প্রাচীনদিনের উৎসবেরই প্রতীক।

সন্তান সবচেয়ে আগে বোধ হয় 'মা' ডাকে। তাই দেশেবিদেশে এম্মা, উম্মি, উমা নামে দেখি সাদৃশ্য সমস্ত দেবীর আরাধনা আমাদের বিভিন্ন দেবীর পূজা ও প্রণাম মন্ত্রগুলো দেখলে বোঝা যায় একই বিশ্বমাতৃকা বন্দনায় আমরা সমবেত হয়েছি।

সরস্বতী তো বিদ্যার দেবী, কিন্তু তিনি মন্ত্রে বিশ্বমাতা হয়ে ওঠেন - বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোস্তুতে। অথবা

স্তোত্রেনানেন তাং দেবীং জগদ্ধাত্রীং স্মরন্তি ইত্যাদি।

লক্ষ্মী ধনদেবী কিন্তু মন্ত্রে তিনিও জগন্মাতা পরমেশ্বরী জগন্মাতর্মহালক্ষ্মীনমোস্তুতে জগদ্ধাত্রী পূজার মন্ত্রে দেখি এই জগদ্ধাত্রী সর্বময়ী।

তমেব সর্বং সর্বস্থে জগদ্ধাত্রি নমোস্তু দুর্গাস্তোত্রে দেখি -
নমস্তে জগদ্‌ব্যাপিকে বিশ্বরূপে।

এঁরা সবাই জননী ও জগজ্জননী। তাই চাষির মুখে যে প্রত্যয়ের কথা বসিয়েছে তাই ঘুরে ঘুরে মনে আসে -

জগজ্জননী মা না হত যদি
দোপাটি পেত কি ফোঁটা?
গোলাপ পেত কি রাঙা চেলী তার,
কদলী গরদ গোটা?

(শেষ)

Printed & Published by Rajat Ghosh on behalf of owner Ballygunge Jagadbandhu Institution Alumni Association, Printed at Print Gallery, 189F/2 Kasba Rd, Kolkata - 42. 24 Pgs(S). Published at 25, Fern Rd, Kolkata-700 019.
Editor's Name : Rajat Ghosh. Address 2L, Garcha 1st Lane, Kolkata-700 019.